তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

সমকাল

# বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলছে, নেই আলোচনার উদ্যোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির তৃতীয় দিনে গতকাল বুধবারও দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হলেও বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। চলমান পরীক্ষাগুলো শেষ হলে শিক্ষকরা নতুন করে আর কোনো পরীক্ষা নেবেন না। এদিকে, টানা তিন দিন ক্লাস না হওয়ায় এবং শিক্ষকদের কর্মসূচি দীর্ঘায়িত হওয়ার শঙ্কা দেখা দেওয়ায় দুর্ভাবনায় পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। তারা সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের পক্ষে আলোচনার কোনো উদ্যোগ গতকাল বুধবার পর্যন্ত দেখা যায়নি। মঙ্গলবার বিকেলে কেবল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের শীর্ষ দুই নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। তবে তা কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বাধীন কোর কমিটি শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছিল। তবে আন্দোলনরত শিক্ষকদের কেউ কেউ 'আমলাদের সঙ্গে আলোচনা নয়' মর্মে বক্তব্য দিলে ওই উদ্যোগে ভাটা পড়ে। তবে কোর কমিটির সদস্যরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। শিক্ষকদের 'নরম' বক্তব্য পেলে তারা আলোচনার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তিন দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের এই লাগাতার কর্মবিরতি চলতেই থাকবে। সরকার দাবি পূরণ করলেই শিক্ষকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফিরে যাবেন। তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত আছেন।

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, তারা ক্লাসে ফিরতে চান। তাদের দাবি যদি আজকে (গতকালই) মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তারা আজকেই ক্লাসে ফিরে যাবেন। এখন পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোনো যোগাযোগ হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মঙ্গলবারের বৈঠকের দাবি সংবলিত কোনো কাগজই জমা দেওয়া হয়নি। এ সময় ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দীর্ঘ আট মাস তারা অপেক্ষা করছেন, এই লাগাতার আন্দোলনে যাওয়ার আগেও ৯ দিন অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে তারা এই পর্যায়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।